চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার ধারণা

একত্ববাদী সার্বভৌমিকতা

যেসব প্রশ্ন রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাভাবনায় একটি স্থায়ী বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এবং যে বিতর্কের সমাধান সূত্র আজও সার্বিকভাবে নির্দেশিত হয়নি সেগুলির অন্যতম হল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার প্রশ্ন। বলা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সার্বভৌমিকতার অবস্থান একেবারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। এই মূল বিতর্কটি রাষ্ট্রের একক ক্ষমতা ও এক্তিয়ার নিয়ে, যা লেসলি লিপসনের (Leslie Lipson) ভাষায় বলা যায় "a choice between pluralist and monist states". ঐক্য ও শৃঙ্খলার দাবি নিয়ে রাষ্ট্রের একক প্রাধান্য ও একাধিপত্যের তত্ত্বকে যাঁরা প্রচার করেন তাঁরা হলেন 'monist' বা একত্ববাদী। যেমন, বোঁদা, হব্‌স, হল্যান্ড, অস্টিন প্রমুখ চিন্তাবিদ ও আইনবিদেরা হলেন একত্ববাদী সার্বভৌমিকতার বা রাষ্ট্রের একাধিপত্যের ধারণার মুখ্য প্রচারক। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় চরম ক্ষমতা আভ্যন্তরীণভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিহত করার আন্দোলনে যাঁরা যুক্ত থাকেন তাঁরা হলেন বহুত্ববাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী লেখক বা চিন্তাবিদ! যেমন ম্যাকাইভার, বার্কার, হ্যারল্ড ল্যাস্কি প্রমুখ। এঁরা বহুত্ববাদী বা রাষ্ট্রীয় চরম ক্ষমতার বিরুদ্ধবাদী হিসাবে গণ্য হন।

রাষ্ট্রসংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় সার্বভৌমিকতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি বলেন, সার্বভৌমিকতার অবস্থান রাষ্ট্রের মধ্যে থাকায় রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়। বোধকরি এই কারণেই অধ্যাপক গেটেল বলেন—সার্বভৌমিকত্বের ধারণাই হল আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি।

মুখ্যত ষোড়শ শতকের নবজাগরণ থেকে ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে সার্বভৌমিকতার ধারণা বা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, নির্দেশদান ও এককভাবে জনগণের নিকট থেকে আনুগত্য লাভের ধারণা উদ্ভূত হয়। এই ধারণা বোঁদা, গ্রোসিয়াস, হব্‌স, বেন্থাম প্রমুখ দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের দ্বারা আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার পথে বিকাশ লাভ করে। বিশেষ করে উনিশ শতকের তিরিশের দশকে প্রখ্যাত ব্রিটিশ আইনবিদ জন অস্টিন রাষ্ট্রের এই চরম ক্ষমতা বা একত্ববাদী সার্বভৌমিকতার এক নির্দিষ্ট আইনগত ধারণার প্রকাশ ঘটান। ১৮৩২ সালে অস্টিন তাঁর *Lectures on Jurisprudence* গ্রন্থে আইন ও সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে যে ধারণা প্রকাশ করেন তা সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী ধারণা বা অস্টিনীয় ধারণা হিসাবে খ্যাতিলাভ করে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অস্টিনই প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে আইনগত সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দেন। অস্টিনের মতে, "যদি কোনো নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ ('determinate human superior') অন্য কোনো ঊর্ধ্বতনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করে এবং কোনো বিশেষ সমাজে অধিকাংশ ব্যক্তির স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করতে থাকে, তাহলে সেই সমাজে উক্ত নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ হল সার্বভৌম ও উক্ত কর্তৃপক্ষসহ সমাজটি হল একটি রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।" সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা করে বলা যায় ঃ

(ক) অস্টিনের মতে সার্বভৌম শক্তি বলতে নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষকে বোঝায়। এটা জনমত বা সাধারণের ইচ্ছা প্রভৃতি কোনো অস্পষ্ট বা নৈর্ব্যক্তিক কর্তৃপক্ষকে বোঝায় না। তাই অস্টিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী সার্বভৌম হয় সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট।

(খ) সার্বভৌমিকতা হল চরম, অবাধ ও অসীম। এই ক্ষমতা বা কর্তৃপক্ষ সকলের কাছ থেকে আনুগত্য লাভ করলেও সে নিজে অন্য কোনো শক্তি বা কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে না।

(গ) সার্বভৌমের আদেশই হল আইন। এর নির্দেশ অমান্য করা হল শাস্তি ভোগ করা।

(ঘ) জনগণের স্বভাবগত আনুগত্যই সার্বভৌমিকতার ভিত্তি।

(ঙ) আবার সার্বভৌম ক্ষমতা হল সকল অধিকারের উৎস। তাই সার্বভৌমের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত অধিকার থাকে না।

(চ) সার্বভৌম শক্তি হল অবিভাজ্য। অস্টিন তাই বলেন 'to divide sovereignty is to destroy sovereignty' অর্থাৎ সার্বভৌমের বিভাজন ঘটালে সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান ঘটে।

(ছ) রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে সার্বভৌমিকতা আবার সমভাবে সকলের ওপর প্রযুক্ত হয়। এবং

(জ) সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব বর্তমান থাকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজে অর্থাৎ রাষ্ট্রে। সুতরাং অস্টিনের মতে রাষ্ট্র হল এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।

জন অস্টিন প্রদত্ত সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের একক ক্ষমতা এবং অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য—সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী ও আইনগত ধারণার সন্ধান মেলে। অস্টিনের এই একত্ববাদী সার্বভৌমিকতার ধারণাকে অধ্যাপক ল্যাস্কি তিন দিক থেকে লক্ষ্য করেন ঃ

(ক) রাষ্ট্র হল আইনানুগভাবে সংগঠিত একটি সংস্থা। এখানে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বই যাবতীয় ক্ষমতার উৎস।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(খ) এই ক্ষমতা অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত। এবং

(গ) সার্বভৌমের আদেশই হল আইন। অর্থাৎ আইন অমান্য করলে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ অমান্যকারীকে শাস্তি দিতে পারে।

সার্বভৌমিকতার এইরূপ একত্ববাদী তথা অস্টিনীয় ধারণা পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আইনবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। বহুত্ববাদী উদারনৈতিক চিন্তাবিদ হ্যারল্ড ল্যাস্কি বলেন—ঐতিহাসিক দিক থেকে স্যার হেনরি মেইন এই তত্ত্বের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে এই তত্ত্ব অনেকাংশেই কৃত্রিম ও অযৌক্তিক। কারণ অস্টিনের তত্ত্বকে মেনে নিলে ইংল্যান্ডের 'রাজাজ্ঞা-পরিষদে'র সার্বভৌমত্ব, প্রাচ্যদেশীয় ধর্মীয় একচ্ছত্রবাদী শাসন এবং গ্রীক এথেনীয়দের স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য থাকে না। ল্যাস্কি বলেন, অস্টিনের ভাবনাকে অনুসরণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সুনির্দিষ্ট সার্বভৌম সংস্থা খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ কোথাও কোনকালে সর্বভৌম অনির্দিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করেছেন বলে মনে হয় না। ল্যাস্কির মতে, তুর্কির সুলতানও ঐতিহ্য ও প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। এই কারণে তিনি বলেন, "অস্টিনের আইনগত সার্বভৌমিকতা হল এক অবাস্তব তত্ত্ব।"

তাছাড়া একত্ববাদী বা অস্টিনীয় সার্বভৌমিকতার এক বড় সমালোচনা আসে বহুত্ববাদীদের কাছ থেকে। রাষ্ট্রতত্ত্বে বহুত্ববাদ বা Pluralism হল একত্ববাদের কেন্দ্রীভূত, সর্বাত্মক ও অবাধ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফল। এই বহুত্ববাদ মূলত উনিশ শতকের শেষ থেকে শুরু করে বিংশ শতকের মধ্যভাগে যথেষ্ট বিকাশলাভ করে। বহুত্ববাদের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হিসাবে গিয়ারকে, মেটল্যান্ড, বার্কার, ড্যুগুই, ল্যাস্কি, লিন্ডসে প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম করা যেতে পারে। এঁরা সার্বভৌমিকতার একত্ববাদের তীব্র সমালোচনা করেন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী হন। তাঁরা নিম্নলিখিতভাবে অস্টিনীয় সার্বভৌমিকতার সমালোচনা করে একত্ববাদকে সীমিত করার চেষ্টা করেন।

প্রথমত, বহুত্ববাদীদের মতে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য সমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা সংগঠন গড়ে ওঠে। রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংগঠন তাই নানা কারণে সমাজস্থ ব্যক্তিদের কাছে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমিকতাকে রাষ্ট্র সহ সমাজের অন্যান্য সংঘের মধ্যে বণ্টিত আকারে ভোগ করার পক্ষপাতী। আভ্যন্তরীণভাবে তাঁরা একত্ববাদের বিরোধিতা করে বিভিন্ন সংগঠনের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বহুত্ববাদী সার্বভৌমিকতার ধারণার উপস্থাপনা করেন। সেই সঙ্গে তাঁদের মতে আইন সার্বভৌমের আদেশ নয় এবং আইনও রাষ্ট্রের দ্বারা সৃষ্ট নয়। কারণ আইনের উদ্ভব ঘটে সামাজিক প্রয়োজন থেকে। তাই মানুষ শাস্তির ভয়ে আইন মান্য করে—একত্ববাদীদের এই যুক্তি বহুত্ববাদীরা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে, আইনের উপযোগিতার উপলব্ধি আইনের প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রদর্শনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। বার্কারের মতে, আইন শুধু আইনানুগ বা বৈধ হওয়াই যথেষ্ট নয়। আইনকে যুক্তিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, বহুত্ববাদীরা আবার আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একত্ববাদের সমালোচনা করে বলেন যে, আন্তর্জাতিক দিক থেকে প্রতিটি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকার ইত্যাদিকে মান্য করে চলতে হয়। তাই আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব অনেকাংশেই সীমিত। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন "The notion of an independent sovereign state is, on the international side, fatal to the well being of humanity." এইভাবে বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ক্ষেত্রেই সীমিত করার পক্ষপাতী।

এসব সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে, রাষ্ট্রের আইনগত প্রাধান্য বা আইনগত সার্বভৌমিকতার অস্টিনীয় ব্যাখ্যা এখনো পর্যন্ত কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ সার্বভৌমিকতার আইনগত ধারণার বিরুদ্ধে সমালোচনা তেমন কঠিন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যখন বলা হয় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা প্রাকৃতিক আইন, নৈতিকতা, ঈশ্বরের অনুশাসন বা জনমতের ভয়ে সীমিত থাকবে তখন বস্তুতপক্ষে দেখা যায় এগুলি সার্বভৌমিকতার ওপর আইনগত বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না।

তাছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণকে পুনর্বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ঐ যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার বিভাজন হয় না। উইলোবি তাঁর *The Nature of the State* গ্রন্থে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য।

আবার, বহুত্ববাদীদের অনুসরণ করে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যকে সামাজিক সংঘের স্বার্থে বিভক্ত করা হলে তা সামাজিক ঐক্য ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করবে ও মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খলা ও আধা নৈরাজ্যের জন্ম দেবে। সামাজিক ঐক্য ও শান্তিশৃঙ্খলার স্বার্থে ও বিভিন্ন জনস্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্বের নিরসনে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা একান্ত অপরিহার্য। এজন্য গেটেল বলেন, বহুত্ববাদ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার জন্ম দেবে।

সর্বোপরি, আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা রাষ্ট্র কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হলেও আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, কারণ জাতীয় আইন ব্যক্তির ওপর যেমন প্রযোজ্য, আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের ওপর সেভাবে প্রযোজ্য হয় না। রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান জানাতে বা তার ওপর আস্থা রাখতে তা মেনে চললেও রাষ্ট্রের ওপর এই আইন চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই চুক্তির ঘোষণা, চুক্তি করার ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তিভঙ্গ করার অধিকার আছে। বলা যায়, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি রাষ্ট্রের আনুগত্য থাকতে পারে কিন্তু কোনো

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক বা বাহ্যিক আইনগত কর্তৃত্বের নির্দেশ বর্তমান বিশ্বায়নের যুগেও রাষ্ট্র মেনে চলতে বাধ্য নয়।

পরিশেষে বলা যায় অস্টিনের সংজ্ঞায় রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার ধারণা অনুপস্থিত থাকলেও আইনগত ধারণাটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে। ল্যাস্কি তাই বলেন, রাজনৈতিক-আইনগত সংগঠন হিসাবে যতদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণা ততদিন পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে। তাই কিছুটা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অস্টিনকৃত রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমিকতার ধারণাকে বর্তমানেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বা তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করা হয়।

সার্বভৌমিকতা ও বহুত্ববাদ

সাধারণভাবে সার্বভৌমিকতার অস্টিনীয় বা একত্ববাদী ধারণা বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আইনবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকদের দ্বারা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে এই সমালোচনার একটা বড় উৎস হল বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। বহুত্ববাদ হল একত্ববাদের কেন্দ্রীভূত, সর্বাত্মক ও অবাধ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ার ফল এবং মূলত উনিশ শতকের শেষের দিকে তার সূত্রপাত হয় ও বিংশ শতকের মাঝামাঝি তা বিকাশলাভ করে। বহুত্ববাদের সমর্থক ও প্রবক্তা হিসাবে গিয়ারকে (Gierke), মেটল্যান্ড (Maitland), বার্কার (Barker), ল্যাস্কি (Laski), লিন্ডসে (Lindsay), ডুগুই (Duguit) প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম পূর্বেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা একত্ববাদের তীব্র সমালোচনা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত এই বহুত্ববাদের উদ্ভবের পেছনে দুটো মূল কারণ কাজ করে। একটা হল, একত্ববাদী আইনানুগ সার্বভৌমিকতার বিরোধিতা করা এবং অপরটা হল রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যে বিভিন্ন সংঘ ও সংগঠনের স্বাধীন অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। বহুত্ববাদীদের মতে মানবসমাজে বিভিন্ন সংগঠন বা সংঘ মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে। তাই শুধু রাষ্ট্র নয়, মানুষ তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলোর ওপরও নির্ভরশীল। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে সমাজের প্রকৃতি যেহেতু সংঘমূলক, তাই কর্তৃত্ব বণ্টিত হওয়া দরকার। তিনি বলেন, "...because society is federal, authority must be federal also." সার্বভৌমিকতার একত্ববাদের বিরোধিতা করা এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সমাজের অন্যান্য সংঘ বণ্টিত আকারে যাতে ভোগ করে বহুত্ববাদীদের তা মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।

বহুত্ববাদীরা মুখ্যত তিনটে দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তথা অস্টিনীয় ধারণার সমালোচনা করেন। এগুলো হল (ক) সমাজের সংঘসমূহের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পরিপ্রেক্ষিতে, (খ) আইনের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং (গ) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রথমত, বহুত্ববাদীদের মতে সমাজ হল বিভিন্ন সংঘ তথা সংগঠনের এক যৌথ প্রকাশ। এইজন্য ল্যাস্কি তাঁর *A Grammar of Politics* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, আধুনিক সমাজের কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এই সমাজে বহু ও বিভিন্ন ধরনের সংঘ মানব জীবনের বহুবিধ চাহিদা পূরণ করে থাকে। এইজন্য প্রতিটা সামাজিক সংঘের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা ভূমিকা থাকে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সেকথা সমানভাবে প্রযোজ্য। রাষ্ট্র হল একটি রাজনৈতিক সংঘ এবং এর উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির রাজনৈতিক বা আইনগত স্বার্থসাধন। তাই 'সার্বভৌম ক্ষমতা' রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্য সংঘের মধ্যে বণ্টিত হওয়া প্রয়োজন। সমাজের প্রকৃতি যেহেতু বর্তমানে কল্যাণসাধনকারী, তাই একা রাষ্ট্রের পক্ষে জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য সংঘগুলির অবদান অপরিহার্য হয়। তাই শুধু রাষ্ট্রের প্রতি নয়, এইসব সংগঠনগুলির প্রতিও ব্যক্তির আনুগত্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন। সংঘগুলির মাধ্যমেই ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিক বিকশিত হয় বলেই রাষ্ট্রের মতো এগুলোও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ম্যাকাইভারের মতে, রাষ্ট্রের দ্বারা সকল কাজ সম্পন্ন হয় না। তিনি বলেন, কুঠার যেমন পেন্সিল কাটার পক্ষে অনুপযোগী, তেমনই ব্যক্তির আন্তঃজীবনের সুখ ও অনুভূতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অনুপযোগী। এককথায় সমাজের প্রতিটি সংগঠনের নিজস্ব গুরুত্ব থাকায় স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন।

এইভাবে বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের একক সার্বভৌম ক্ষমতার বিরোধিতা করেন এবং সমাজের অন্যান্য সংঘগুলির গুরুত্ব নির্দেশ করে রাষ্ট্রসহ বিভিন্ন সামাজিক সংঘের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার সমান বণ্টন ও ব্যবহারের কথা বলেন। তাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি চরম আনুগত্যের বিষয়টির বিরোধিতা করেন।

দ্বিতীয়ত, বহুত্ববাদীদের মতে আইন সার্বভৌমের আদেশ নয় এবং রাষ্ট্রও আইনের স্রষ্টা নয়। কারণ আইনের উৎপত্তি ঘটে সামাজিক প্রয়োজন থেকে। আইন হল এক ধরনের সামাজিক নিয়মকানুন যা সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই উদ্ভূত হয়। এইজন্য ফরাসী আইনবিদ ড্যুগুই (Duguit) বলেন, "There is no sovereignty, there is no commanding or superior will of the state." ড্যুগুই, ক্রাবে (Crabbe) প্রমুখ আইনবিদেরা আইনকে রাষ্ট্রের উর্ধ্বে স্থান দেন। তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আইনের কর্তৃত্বাধীন। বহুত্ববাদীদের মতে সরকার প্রণীত আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের চরম, চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রযুক্ত হলে বিপদের আশঙ্কা থাকে। কারণ সরকার গঠিত হয় দোষত্রুটি সম্পন্ন সাধারণ মানুষকে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নিয়ে। এইজন্য বহুত্ববাদীরা আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা বা দায়িত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্র তথা সরকারের হাতে অর্পণ না করে অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের হাতেও ন্যস্ত করার পক্ষপাতী।

তাছাড়া মানুষ শাস্তির ভয়ে আইন মান্য করে—এরূপ একত্ববাদী যুক্তি বহুত্ববাদীরা মানেন না। তাঁদের মতে আইনের উপযোগিতার উপলব্ধি আইনের প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রদর্শনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। আইনের পিছনে ন্যায় নীতির সমর্থন থাকে। আইন যুক্তিসঙ্গত বলেই লোকে তা মান্য করে বলে বার্কার মন্তব্য করেন।

তৃতীয়ত, বহুত্ববাদীরা শেষে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একত্ববাদের তীব্র সমালোচনা করেন। বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, উভয়ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অন্যান্য সামাজিক সংঘগুলোর গুরুত্বের দ্বারা এই সর্বময় কর্তৃত্ব সীমিত। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকার, বিশ্বজনমত ইত্যাদিকে মান্য করে চলতে হয়। তাই আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতা অনেকাংশে সীমিত। পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক অবস্থায় রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব ও চরমত্বের ধারণা স্বীকার করে নিলে মানবসভ্যতা সংকটের মুখোমুখি হবে বলে অধ্যাপক ল্যাস্কি মনে করেন। তিনি এজন্য বলেন, "The notion of an independent soveriegn state is, on the international side, fatal to the well being of humanity."

তাছাড়া, বর্তমান বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি রাষ্ট্র একে অন্যের ওপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। এই অবস্থায় যে কোনো রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা ও ইচ্ছা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও মানবসভ্যতার পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। এই কারণে একত্ববাদীদের অনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা এবং জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা ল্যাস্কি প্রমুখ বহুত্ববাদীরা বিশেষভাবে প্রচার করেন।

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদী বা অস্টিনীয় ধারণার 'বহুত্ববাদী সমালোচনা' নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়। এইজন্য কোকার (Coker), কোহেন (Cohen), গার্নার (Garner) এমনকি বহুত্ববাদী ল্যাস্কিও এই মতবাদের সমালোচনা করেন। সামাজিক সংঘ বা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রের অনন্য ভূমিকা অনস্বীকার্য—একথা ল্যাস্কি নিজে স্বীকার করে বলেন যে আইনগত বিচারে অস্বীকার করা যাবে না যে রাষ্ট্রের এমন কিছু অঙ্গ আছে যার কর্তৃত্ব অপরিসীম।

তাছাড়া, বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যকে সামাজিক সংঘের স্বার্থে বিভক্ত করা হলে তা সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করতে এবং মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খলা ও আধা নৈরাজ্যের জন্ম দিতে পারে। তাই সামাজিক ঐক্য ও শান্তিশৃঙ্খলার

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

স্বার্থে এবং বিভিন্ন সংঘ বা স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় সুস্থ সমাজজীবনের স্বার্থে নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এজন্য অধ্যাপক গেটেল মন্তব্য করেন—"বহুত্ববাদ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার জন্ম দেবে।" অধ্যাপক লেসলি লিপসনও এই প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করেন।

বহুত্ববাদের নানা সমালোচনা সত্ত্বেও একত্ববাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে গোষ্ঠী বা সংঘের গুরুত্ব নিরূপণে, রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার রোধে, সামাজিক কল্যাণের নিশ্চয়তায়, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক জীবনকে বাস্তবমুখী করার ক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রভাব ও গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এজন্য গেটেল মন্তব্য করেন, "The pluralists make a timely protest against the rigid and dogmatic legalism of the Austinian theory of sovereignty."

সার্বভৌমিকতা ও বিশ্বায়ন

সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে বিগত শতকের সত্তর-আশির দশক থেকে শুরু করে বর্তমানে একদিকে ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসান, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে সংকট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়া এবং অপরদিকে, পশ্চিমী পুঁজিবাদী উদারনৈতিক শিবিরের শক্তিসঞ্চয় ও অগ্রগতি এবং একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে মার্কিনী আধিপত্যের সুপ্রতিষ্ঠা বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও উদারবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। এর ফলে যে অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে বর্তমানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুভব করা যায় তা হল 'বিশ্বায়ন' (Globalisation)।

'বিশ্বায়ন' শব্দটা বিশ্বব্যাপী এক সাধারণ প্রবণতা এবং প্রক্রিয়াকে বোঝায় এবং যা সম্ভব হবে বিশ্বজুড়ে 'উদারীকরণ' এবং 'বেসরকারীকরণে'র মধ্যে দিয়ে। এই কারণে বর্তমানে LPG অক্ষর তিনটি (Liberalisation, Privatisation and Globalisation) খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জেমস পেট্রাস (James Petras) তাঁর *Globalisation and Socialist Perspective* রচনায় বিশ্বায়নকে এমন এক ধারণা হিসাবে চিহ্নিত করেন যা ঐতিহাসিকভাবে পুঁজি সম্পদ এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিশ্বায়ন সেই সঙ্গে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর বিশ্বায়নও ঘটায়। পেট্রাস বলেন, যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ক্ষমতা, পণ্য বিনিময় ও আর্থিক উপকারসমূহের স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে তা তিন ধরনের ব্যবস্থার সৃষ্টি করে—সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নির্দেশিত উপনিবেশ বা অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে বিনিময় ব্যবস্থা, প্রাধান্যকারী শক্তিগুলির মধ্যে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিনিময়ব্যবস্থা এবং অ-সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহ ও শ্রেণীগুলির মধ্যে আন্তঃনির্ভরশীল বিনিময় ব্যবস্থা।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তবে বিশ্বায়ন সম্পর্কে এক ইতিবাচক ধারণা প্রসঙ্গে উইলিয়াম কে. ট্যাব (William K. Tabb) বলেন, বিশ্বায়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবধান-সমূহের হ্রাস ঘটায় এবং অন্তরঙ্গ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্তঃ-ক্রিয়ার উৎসাহ সৃষ্টি করে। এর ফলে অন্যদেশের জ্ঞান ও মানবিক শ্রমের ফলসমূহ গ্রহণ করে জনসাধারণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে।

এদিক থেকে বিচার করলে বিশ্বায়ন হল এমন এক সাধারণ প্রবণতা যা বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক দিকগুলোকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অনন্য দিক 'ভূ-খণ্ডগত সার্বভৌমিকতা' এই প্রবণতা তথা প্রক্রিয়ার দ্বারা সীমিত হয়ে পড়ছে বলে বর্তমানের অনেক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ও লেখকেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কারণ সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও জনগণের কাছ থেকে আনুগত্য লাভ করার অনন্য দক্ষতা। এটা চরম ও সর্বজনীন। কিন্তু একইপ্রকার পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও উদারনৈতিক ধ্যানধারণা, উদারীকরণ ও বাজারব্যবস্থার সাহায্যে সব দেশে কমবেশি কার্যকর হওয়ায় অরাষ্ট্রীয় উপাদানসমূহ বিশেষ করে বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহ, বেসরকারী সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক আইন সাবেকী রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে ক্ষুণ্ন করে চলেছে। এগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিশ্ব আর্থ ও অরাজনৈতিক ব্যবস্থার মুখোমুখী করে তুলেছে। এজন্য আলফ্রেড স্টেফানের ন্যায় নতুন বহুত্ববাদী চিন্তাবিদেরা নানারূপ সমাজসংস্কার ও রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ভাবনার সাহায্যে কীভাবে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকে আরো গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন।

অধ্যাপক ডেভিড হেল্ড এইরূপ বিশ্বায়ন বা বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের পাঁচটা ব্যবধানের ক্ষেত্র লক্ষ করেন। এগুলো হল অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্র, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক আইন এবং আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য। হেল্ড বর্ণিত ক্ষেত্রগত ব্যবধানগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়।

১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নজাত শক্তিগুলো বাস্তবে জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কার্যপর্যায়কে ব্যাহত করছে। বিশ্ববাজার, বহুজাতিক সংস্থাসমূহ, বর্ধিত সামাজিক ও কার্যক্ষমতাগত সচলতা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সিদ্ধান্তকারী ভূমিকা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার দাবি অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছে। উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণে রাষ্ট্রের নিজের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষমতা ক্রমহ্রাসমান হয়ে উঠেছে। কারণ বিশ্ববাজার অধিকতর প্রতিযোগিতা এবং বর্ধিত রাষ্ট্রীয় নির্ভরশীলতার কথা বলে। ফলে একাকী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুধাবন বর্তমানে অচল হয়ে পড়ছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত রাষ্ট্র সামরিক দিক থেকে মুখ্য কারকের ভূমিকা নির্বাহ করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে উদ্ভূত দুই ক্ষমতা শিবির যা একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপরদিকে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন যথাক্রমে ন্যাটো (NATO) এবং ওয়ারশ' চুক্তির (Warsaw Pact) দ্বারা গড়ে ওঠে—তা ওই একক সামরিক কর্তৃত্বকে সীমিত করে। '৯০-এর শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ফলে এবং সাম্যবাদী শিবিরের অবসানে ওয়ারশ চুক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। তবে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক ক্ষমতাধারী বিশ্বশক্তিতে পরিণত হলেও 'ইউরোপীয় ইউনিয়নে'র উদ্ভবের ফলে ন্যাটোতে তার কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে সামরিক শক্তির পরিবর্তে অর্থনৈতিক শক্তি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় রাষ্ট্রীয় সামরিক কর্তৃত্বের প্রায় অবসান ঘটেছে বলা চলে।

৩. আন্তর্জাতিক সংগঠন যথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, আঞ্চলিক সংগঠন, ইউরোপীয় সমাজ (EC) প্রভৃতি সংস্থার এলাকা ও কার্যক্ষেত্র যত প্রসারিত হচ্ছে, জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের এলাকা ততই সংকুচিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপরাধীদের শাস্তিদানের জন্য নুরেমবার্গ বিচারালয় ও টোকিও বিচারালয় গঠনের পর থেকে রাষ্ট্রের আচরণের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মানবিক অধিকারসমূহ ক্রমাগত গুরুত্বলাভ করায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার অবাধ কার্যশক্তি সীমিত হয়ে পড়ছে।

৪. আবার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক আইন—ব্যক্তি, সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহকে নিত্যনতুন নিয়ন্ত্রণবিধির অধীনস্থ করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক আইনে জাতীয় রাষ্ট্রের যে অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে তা জাতীয় রাষ্ট্রের দাবি বা সীমানাকে অতিক্রম করে যায়। বিশেষ করে মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধ দেখা দিলে, আন্তর্জাতিক আইন যে প্রাধান্য পাবে নুরেমবার্গ বিচারালয়ের দেওয়া রায় নিঃসন্দেহে এক অভিনব ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া জাতিপুঞ্জের 'মানবাধিকারের ঘোষণা'য় (১৯৪৭) এবং মানবিক অধিকার রক্ষায় 'ইউরোপীয় কনভেনশনে' (১৯৫০) জাতীয় রাষ্ট্রের মানব অধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আদালতে দাবি পেশ করার কথা বলা হয়েছে।

৫. আভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় নিজস্ব নিরাপত্তা বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা অপেক্ষা আঞ্চলিক জোট সংগঠনগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন 'ন্যাটোর' ন্যায় জোট সংগঠন তুলনামূলকভাবে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব রক্ষার্থে অধিক আকর্ষণীয়। ফলে নাগরিকদের মুখ্য প্রবক্তারূপে এবং আভ্যন্তরীণ সরকারি নীতি নির্ধারণে এবং তাদের বৈদেশিক স্বার্থের সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাবেকী রূপটা ক্ষমতা জোটের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে ক্রমশই স্তিমিত হয়ে পড়ছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এইভাবে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন এবং উল্লিখিত নতুন উপাদানগুলির প্রভাবে—বর্তমানে যে অনেকটা কোণঠাসা অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শান্তি ও যুদ্ধকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিসমূহের কার্যকারিতা এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বেসরকারি সংগঠনগুলি সার্বভৌমিকতাকে অধিকতর বৈধ ও দায়বদ্ধ করে এর অর্থের নতুন সংজ্ঞাদান করলেও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের বিকল্প সৃষ্টি আজও সম্ভব হয়নি। জাতি রাষ্ট্র এখনও তত্ত্বগত ও বাস্তব উভয় অর্থেই সার্বভৌমের ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং নাগরিকদের পরিচয় এখনও এর সঙ্গেই যুক্ত রয়ে গেছে।

বলা যায় বিগত শতকের আশির দশক থেকে বিশ্বায়ন তথা উদারবাদী অর্থনীতি ও রাজনীতি উত্তরোত্তর বিশ্বজুড়ে পরিব্যাপ্ত হতে থাকলেও রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবুও বিশ্বায়নের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার সামঞ্জস্য সাধন করা বর্তমানে রাষ্ট্রের শুধু এক আবশ্যকীয় কর্তব্যই নয়, এক কঠিন পরীক্ষাও বটে।

ভূখণ্ডগত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণায় সংকটের আশঙ্কা

পরম্পরাগতভাবে সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত ধারণাটা হল রাষ্ট্রের আইনসংগত চরম, অবাধ ও অসীম ক্ষমতা। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা মুখ্যত ইউরোপের নবজাগরণের পর থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সার্বভৌমিকতার ধারণা বোঁদা, হব্‌স, রুশো, বেনথাম ও অস্টিনের চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধারণা হল রাষ্ট্রের হাতে এককভাবে ন্যস্ত আইনপ্রণয়ন ও আনুগত্যলাভের চরমক্ষমতা। এককথায় এইপ্রকার সার্বভৌমিকতার ধারণাকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা বা একত্ববাদী সার্বভৌমিকতা বলা হয়।

তত্ত্বগতভাবে পূর্বে উল্লিখিত একত্ববাদ হল রাষ্ট্রের হাতে এককভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। রাষ্ট্র হল এক ও অদ্বিতীয়। রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে অন্য কোন সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করার অধিকার সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত। লক্ষ করা যায় যে, সপ্তদশ শতক থেকে ইউরোপে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা হয় ভূখণ্ডগত জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্র। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, আধুনিক রাষ্ট্র মাত্রেই সার্বভৌম, তাই সকল লোকসমাজ থেকেই রাষ্ট্র হল স্বাধীন, রাষ্ট্রের ইচ্ছা হল সকল ইচ্ছার উর্ধ্বে এবং সেই ইচ্ছা অনিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং বাহ্যিক ক্ষেত্রে এরূপ চরম ক্ষমতা ভোগ করে। ল্যাস্কি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা বা একত্ববাদের যে তিনটে দিকের কথা উল্লেখ করেন, তা হল (ক) সুদীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক রাষ্ট্র বর্তমান সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে; (খ) সার্বভৌমশক্তির

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রকাশই হল আইন এবং তা কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না; (গ) সকল সমস্যার সমাধান বা যাবতীয় বিরোধের মীমাংসার জন্যে সকল সামাজিক ব্যবস্থাতেই থাকবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশে ভূখণ্ডগত কেন্দ্রীভূত সর্বাত্মক ও অবাধ রাষ্ট্রকর্তৃত্বের ধারণা রাষ্ট্রতত্ত্বের খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রবল বিরোধিতা ও সমালোচনার মুখোমুখি হয়, বিশেষ করে বিংশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে অবাধ রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যেসব প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় এবং নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়, কার্যত তা সার্বভৌমিকতার অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করে তোলে। একত্ববাদী সার্বভৌমিকতা তথা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুখ্য কারণগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়—

বহুত্ববাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ

উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী ধারণার বিরুদ্ধে বহুত্ববাদীদের প্রতিবাদের সূত্রপাত হয়। তবে এই বহুত্ববাদের বিকাশ ও ব্যাপক প্রসার ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে, বহুত্ববাদের সার্থক প্রবক্তারূপে গিয়ারকে, মেইটল্যান্ড, বার্কার, ল্যাস্কি, মাকাইভার, লিন্ডসে, ড্যুগই প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী, আইন-প্রণয়ন ও আনুগত্যলাভের একক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে তাঁরা রাষ্ট্রসহ সমাজের অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে বিভাজনের পক্ষপাতী হন, তাই বহুত্ববাদ একত্ববাদী আইনানুগ সার্বভৌমিকতার বিরোধিতা করেন এবং রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে বিভিন্ন সংঘ গঠনের স্বাধীন অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, সমাজের প্রকৃতি যেহেতু সংঘমূলক তাই কর্তৃত্ব বণ্টিত হওয়া প্রয়োজন। আবার সামাজিক সংগঠনগুলি সমাজজীবনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠার ফলে, এদের শক্তির ভিত্তি হল মানুষের স্বাভাবিক আনুগত্য, বহুত্ববাদীদের মতে, সমাজবদ্ধ মানুষ তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও বিবিধ প্রয়োজনের তাগিদে একইসঙ্গে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলোর ওপর নির্ভরশীল। তাই রাষ্ট্র এককভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করবে না, তার সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলিও তা ভোগ করবে। লিন্ডসের মতে, বাস্তব ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের চরমত্বের ধারণার কোন গুরুত্ব নেই। বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চান না। কিন্তু তারা সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণাকে বিলুপ্ত করতে চান, নিঃসন্দেহে এইসব বহুত্ববাদীদের হাতে সার্বভৌমিকতার অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

শুধু সামাজিক সংঘ বা আইনের পরিপ্রেক্ষিতেই বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার বিরোধিতা করেননি, তাঁরা একইসঙ্গে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও একত্ববাদের তীব্র সমালোচনা করেন, তাই বহুত্ববাদী আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বাহ্যিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব সীমিত, কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন ও প্রথা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকার, বিশ্বজনমত প্রভৃতিকে মান্য করে চলতে হয়। বিশেষ করে বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায় আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় শক্তিশালী ও কার্যকর হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্র অবাধ কর্তৃত্ব ও চরমত্বের প্রকাশ ঘটালে মানব সভ্যতার ধ্বংস এড়ানো যাবে না বলে অধ্যাপক ল্যাস্কি মন্তব্য করেন। তাছাড়া বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একে অন্যের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। ল্যাস্কির মতে এই অবস্থায় যে কোন রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা ও ইচ্ছা মানব সভ্যতার পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। তাই আন্তর্জাতিকতাবাদীদের হাতে রাষ্ট্রীয় অবাধ ক্ষমতা বাহ্যিকভাবে সীমিত হয়ে গিয়ে সংকটের মুখোমুখি হয়।

বহুজাতীয় সংস্থারূপে অরাষ্ট্রীয় কারকদের উদ্ভব এবং সার্বভৌমিকতার সংকট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী কারক বা উপাদানের উদ্ভব ঘটে। এই কারকগুলো কখনও বেসরকারী বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা, কখনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কখনও বা আন্তর্জাতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আন্দোলন রূপে লক্ষ করা যায়। এইসব আন্তরাষ্ট্রীয় বেসরকারী সংস্থার বা কারকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হল বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহ। এই সংস্থাগুলির প্রভাব বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এত প্রসারিত হয়েছে যে, তারা কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকেই অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। রাজনৈতিকভাবেও রাষ্ট্রের একক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে বিগত কয়েক শতক ধরে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক সমাজের সবচেয়ে বড় কারক ভূখণ্ডগত জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নানাভাবে সংকুচিত হচ্ছে।

বহুজাতিক সংস্থার সংজ্ঞা বা অর্থ হল সেই সকল সংস্থা, যারা বিভিন্ন দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশের বাজারে প্রবেশ করে। বস্তুতপক্ষে তারা আন্তর্জাতিক কেনাবেচার কেন্দ্র গড়ে তোলে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি (কখনও) বিদেশে প্রত্যক্ষভাবে অর্থলগ্নী করে, আবার কখনও বা বিদেশে অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন করে শিল্পস্থাপন, পরিষেবামূলক পণ্য উৎপাদন, কৃষি, খনিজসম্পদ আহরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমান বিশ্বে বহুজাতিক সংস্থাগুলির সংখ্যা ৪০ হাজারের ন্যায়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এইসব সংস্থা 'কর্পোরেশন' রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলির অধীন। যেমন—মার্কিন বহুজাতিক সংস্থারূপে 'জেনারেল মোটরস', আর.সি.এ., আই.বি.এম. প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মূলত অর্থনৈতিক সংস্থা রূপে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সুবর্ণযুগের শুরু হয়। ১৯৫০-এর পর থেকে এগুলি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং স্বল্প উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির মূল কেন্দ্রগুলি দখল করে। এই সংস্থাগুলো প্রথমত, এইসব দেশগুলোর উৎপাদনের উপাদানের বরাদ্দ বিনিয়োগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে নতুন উদ্যোগ বন্ধ বা স্থানান্তর, মূল্যনীতি নির্ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে আমন্ত্রণকারী দেশের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে, আমন্ত্রণকারী দেশের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। যেমন—ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রামী গেরিলা বাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে মুক্তির আন্দোলনকে রোধ করা হয়েছে। আবার কোন বৈধ সরকারকে অপসারিত হতে বাধ্য করা হয়েছে। যেমন—১৯৭০ সালে চিলিতে আলেন্দে সরকারের পতনের জন্যে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা 'The International Telephone & Telegraph Company' পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

এইভাবে বহুজাতিক সংস্থাগুলো ভীতিপ্রদর্শন ও চাপসৃষ্টি এবং আমন্ত্রণকারী দেশের সরকারের মাধ্যমে শুধু নিজেদের স্বার্থই সিদ্ধি করে না, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতাকেও কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে। বহুজাতিক সংস্থাগুলোর এইরূপ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়ে পরস্পরাগতভাবে ব্যবহৃত (বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত সার্বভৌমিকতায় পরিণত করে বলে অনেকে মনে করেন। বক্তব্যটাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা না গেলেও ভূখণ্ডগত জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে (কখনও) সংকটের সৃষ্টি করে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে হলস্টির ন্যায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির লেখকেরা বর্তমানের বহুজাতিক সংস্থাগুলো রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ করার ক্ষেত্রে যে উত্তরোত্তর সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই বলে মনে করেন।

শক্তিধর বৃহৎ রাষ্ট্র এবং সার্বভৌম ক্ষমতার সংকট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সমাজের দ্বিমেরু কেন্দ্রিক রাজনৈতিক অবস্থায় বিশেষ করে দুটি শক্তিধর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এদের একটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অপরটি হল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন। অর্থনৈতিক, সামরিক প্রযুক্তি এবং রাজনৈতিক আদর্শগতভাবে এই দুই শক্তিধর রাষ্ট্র বিগত শতকের ৮০ দশক পর্যন্ত

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল, তাতে বস্তুতপক্ষে অপর রাষ্ট্রগুলো তাদের সার্বভৌম ক্ষমতাকে বিশেষ করে বাহ্যিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করে। কারণ ঐ দুই বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের অধীনস্থ অন্যান্য ছোট-বড় রাষ্ট্রগুলো এককভাবে এবং অনিয়ন্ত্রিভাবে তাদের রাষ্ট্রীয় চরম ক্ষমতা ব্যবহার করতে অপারগ হয়। তবে অধ্যাপক র‍্যাফায়েলের মতে, ঐ দুই বৃহৎ রাষ্ট্র একে অন্যের পারমাণবিক ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বাহ্যিক দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এইভাবে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রিত অবস্থা শুধু বিগত আশির দশক পর্যন্ত কার্যকরী হয় না, ৯০-এর দশকের শুরু থেকে আর্থিক ও সামরিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাধিপত্বের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েও তা অনেকাংশে কার্যকরী আছে। ফলে বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার পাকিস্তান বা ভারত, মধ্যপ্রাচ্যের প্যালেস্টাইন বা ইজরায়েল, পশ্চিম ইউরোপের ইতালী বা ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী কোন নীতি প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তাছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য অব্যাহত থাকায় বর্তমানেও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর চরম সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার সংকটাপন্ন।

বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সার্বভৌমিকতার সংকট (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দ্রষ্টব্য—'সার্বভৌমিকতা ও বিশ্বায়ন')

উপরিবর্ণিত কারণগুলির সাহায্যে বলা যায় যে, সার্বভৌম ক্ষমতা ভূখণ্ডগত জাতি-রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলেও এবং তত্ত্বগতভাবে এখনও পর্যন্ত তা অস্বীকার করা না গেলেও আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ব্যবহার অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—তা সত্ত্বেও ভূখণ্ডগত জাতিরাষ্ট্র সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে এখনও পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের ন্যায় আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। সেই সঙ্গে বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার যতই সমালোচনা করুক বা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যতই তাৎপর্যপূর্ণ হোক, বর্তমানে প্রচলিত বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের একক প্রাধান্য এখনও পর্যন্ত এক সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সমালোচনা করলেও বাস্তবে তার কোনো বিকল্প না থাকাতে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হন। এইসব দিক থেকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা নানাভাবে সংকটাপন্ন হলেও আইনগত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণা এখনও পর্যন্ত অটুট রয়েছে বলে অধ্যাপক যোসেফ ফ্রাঙ্কেল মন্তব্য করেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner